WORLD DAY OF REMEMBRANCE
FOR ROAD TRAFFIC VICTIMS

ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেমব্রেন্স
ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস

দিবসের প্রেক্ষাপট

রোডক্র্যাশে হতাহত লক্ষ প্রাণের স্মরণে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী 'ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেমব্রেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস' পালন করা হয়।

পূর্ব ইতিহাস

পৃথিবীর ইতিহাসে রোডক্র্যাশে মানুষের মৃত্যু প্রথম নথিবদ্ধ করা হয় ১৮৯৬ সালে, ইংল্যান্ডের মিডলসেক্স অঞ্চলে। এই রোডক্র্যাশে মোটরযানের দুইজন যাত্রীই মৃত্যুবরণ করেন। (১) শতাব্দীকাল পেরুলেও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে রোডক্র্যাশে মানুষের মৃত্যুর মিছিল। রোডক্র্যাশে মৃত্যু হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের, বিভিন্ন মাত্রায় আহত হয়েছে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মানুষ।

সর্বপ্রথম ১৯৯৩ সালে 'রোড পিস' ও 'ইউরোপিয়ান ফেডারেশন অব রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস' নামক সংস্থা 'ডে অব রিমেমব্রেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস্' নামে একটি দিবস পালন করে।

পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের দিকে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়া মহাদেশের বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই দিবসটি পালন করতে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালের ২৬ অক্টোবর 'রোডক্র্যাশের শিকার এবং তাদের পরিবারের প্রতি স্বীকৃতি' প্রদানের বিষয়টি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় ও প্রতিবছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বব্যাপী 'ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেমব্রেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস' পালিত হয়ে আসছে। (২)

দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য

দিবসটি পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রোডক্র্যাশে মানুষের মৃত্যুর ভয়াবহতা, আহত ব্যক্তি এবং ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা উপলব্ধি করার মাধ্যমে তাদের পরিবারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, রোডক্র্যাশ সম্পর্কে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পাশাপাশি জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী গৃহীত The global plan of the second decade of action for Road Safety ২০২১-২০৩০' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে রোডক্র্যাশে নিহত ও আহতের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ত্বরান্বিত করা।

বিশ্বব্যাপী ৫-২৯ বছর বয়সের মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ রোডক্র্যাশ। রির্পোট এ আরো বলা হয় বিশ্বে সকল বয়সের মানুষের প্রতি মিনিটে ২ জনের বেশি এবং প্রতিদিন কমপক্ষে তিন হাজার ২০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে।

বিশ্বে রোডক্র্যাশে ১০ জনের মধ্যে ৯ জনের (৯২ শতাংশ) মৃত্যু হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যমআয়ের দেশগুলোতে এবং নিম্নআয়ের দেশগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তিনগুণ বেশি।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে ২০২১ সালে প্রায় ৩১ হাজার ৫৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৮ সালে প্রতি লাখে রোডক্র্যাশে মৃত্যু ছিল ১৫.৩ এবং ২০২১ সালে এই মৃত্যু বেড়ে হয় প্রতি লাখে ১৯ জনের মতো।(৩)

'ওয়ার্ল্ড ডে অব রিমেমব্রেন্স ফর রোড ট্রাফিক ভিক্টিমস' এর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: Remember Support Act অর্থাৎ **আমরা স্মরণ করি যারা রোডক্র্যাশে মারা গেছেন তাদের, সহায়তা নিয়ে থাকতে চাই আহতদের পাশে এবং জীবন বাঁচাতে নিতে চাই কার্যকর উদ্যোগ।**

১. The Road Safety Problem- an overview: Presentation-GRSP (global Road Safety Partnership)
২. United Nations General Assembly resolution 60/5. Improving global road safety; https://daccess-ods.un.org/TMP/9982762.html
৩. Global status report on road safety 2023: https://tinyurl.com/yzns9mxz

NHF-BOS
Road Safety
Advocacy
Program

যোগাযোগ:
রোড সেফটি অ্যান্ড ইনজুরি প্রিভেনশন প্রোগ্রাম
ডিপার্টমেন্ট অব এপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট
২৬/৪, দারুস সালাম রোড, মিরপুর-১, ধাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ওয়েবসাইটঃ www.nfh.org.bd
NFH-BOS Road Safety Advocacy